Notes on

সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন

সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন

ডিলিমিটেশন বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ হল সাম্প্রতিকতম জনগণনার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন বিধানসভা ও লোকসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণ। সীমানা পুনর্নির্ধারণের ফলে আইনসভায় জনপ্রতিনিধির সংখ্যার কোনো হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। তবে জনগণনা অনুসারে কোনো রাজ্যের তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যার হেরফের হতে পারে।

সংবিধানের 82 অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রতিটি আদমশুমারি অনুসরণ করে ভারতীয় সংসদ ডিলিমিটেশন আইন প্রণয়ন করে। প্রতিটি আদমশুমারির পরে, 170 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যগুলিকে নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। সম্প্রতি, ডিলিমিটেশন কমিশন জম্মু ও কাশ্মীর ডিলিমিটেশনের জন্য তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে কারণ বিধানসভায় আসন সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

ডিলিমিটেশন কমিশন বা ভারতের সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন কি?

এটি একটি উচ্চ-পর্যায়ের বা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা যা সংসদের একটি আইন দ্বারা স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের আদেশ আইনী পদক্ষেপের অংশ, তাই কেউ এই আদেশগুলির উপর আদালতে প্রশ্ন করতে পারে না। এর উদ্দেশ্য হ'ল সীমানা নির্ধারণ করা বা সারা দেশের নির্বাচনী এলাকার জন্য সেগুলি ঠিক করা। কমিশনের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হল "One Vote One Value"।

- ডিলিমিটেশন কমিশন সীমানা কমিশন নামেও পরিচিত।
- ভারতের রাষ্ট্রপতি ডিলিমিটেশন কমিশন নিয়োগ করেন এবং এটি ভারতের নির্বাচন কমিশনের সহযোগিতায় কাজ করে।

আসন্ন WBCS Exam -র জন্য ভারতীয় রাজনীতি এবং গভর্নেন্স-সম্পর্কিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বর্তমান বিষয় এবং সম্পর্কিত বিষয়গুলি অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন গঠন

ডিলিমিটেশন কমিশনের সদস্যদের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে

- সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি
- প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- সংশ্লিষ্ট রাজ্য নির্বাচন কমিশনার

জম্মু কাশ্মীর ডিলিমিটেশন কমিশন

জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য ডিলিমিটেশন কমিশন 2020 গঠন করা হয়েছিল কারণ পূর্ববর্তী জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে 111 টি আসন, কাশ্মীরে 46 টি, জম্মুতে 37 টি এবং লাদাখে 4 টি আসন ছিল; এছাড়াও 24 টি আসন পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

জম্মু কাশ্মীর ডিলিমিটেশন কমিশনের সদস্যরা হলেন

- বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই
- সুশীল চন্দ্র
- ভারতের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার
- জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন কমিশনার, কে কে গুপ্ত

জম্মু ও কাশ্মীর ডিলিমিটেশন কমিশন বিভিন্ন পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিল, তবে নিম্নলিখিতগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন পেয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর ডিলিমিটেশন কমিশনের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করেছিল। ডিলিমিটেশন কমিশন জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলকে একটি একক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ডিলিমিটেশন কমিশন জম্মু কাশ্মীর নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলি করেছে-

- বিধানসভার আসন বাড়িয়ে 7টি করা হয়। জম্মুতে ছয়টি (এখন 43 টি আসন) এবং কাশ্মীরে একটি (47 টি আসন)।
- ST -র জন্য আসন সংরক্ষণ - 9 টি আসন এবং SC প্রার্থীদের জন্য 7 টি আসন সংরক্ষিত করা হয়েছে।
- জম্মু ও কাশ্মীরের মধ্যে আঞ্চলিক পার্থক্য অপসারণ এবং এটিকে এক হিসাবে বিবেচনা করা। কাশ্মীরের অনন্তনাগ অঞ্চলকে জম্মুর রাজৌরি ও পুঞ্চের সাথে একত্রিত করে, অনন্তনাগ-রাজৌরি সংসদীয় কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এটি করা হয়েছিল।
- কাশ্মীরি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মনোনয়নের জন্য দুটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।

ডিলিমিটেশন কমিশন জম্মু ও কাশ্মীর জম্মু ও কাশ্মীরের পাক অধিকৃত অংশের জন্য সংরক্ষিত 24টি আসনের জন্য কোনও ডিলিমিটেশন করেনি।

ডিলিমিটেশন কমিশন আইন

ডিলিমিটেশনের প্রক্রিয়াটি অবশ্যই নীচে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে তার মসৃণ কার্যকারিতার জন্য একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা আবশ্যক:

- অনুচ্ছেদ 82 অনুযায়ী, আদমশুমারির প্রতিটি চক্র সম্পন্ন হওয়ার পরে সংসদের দ্বারা ডিলিমিটেশন আইন প্রণয়ন করা দরকার।
- একই আইনের 170 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রতিটি আদমশুমারির পর রাজ্যগুলিও আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত হয়।
- একবার আইনটি পাস হয়ে ক্ষমতায় আসার পরে, এটি কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি ডিলিমিটেশন কমিশন গঠন করতে বলে।
- একবার কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া হলে, তারপরে তারা ডিলিমিটেশন এবং সম্পর্কিত নীতিগুলি নিয়ে আসে।

ডিলিমিটেশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া [টাইমলাইন]

দেশের রাষ্ট্রপতি প্রথম অনুশীলনের অংশ হিসাবে 1950-51 সালে নির্বাচন কমিশনের সহায়তা নিয়ে ডিলিমিটেশন কমিশন নিয়োগ করেছিলেন।

- 1952 সালে প্রাথমিক আইনটি কার্যকর হওয়ার পর এ পর্যন্ত চারটি কমিশন হয়েছে, 1952, 1963, 1972, এবং 2002 সালে কমিশন গঠন করা হয়েছে।
- 1981 এবং 1991 সালের আদমশুমারিতে তেমন কোনও কমিশন দেখা যায়নি।

ডিলিমিটেশন কমিশনের দায়িত্ব

ডিলিমিটেশন কমিশন একটি উচ্চ-পর্যায়ের সংস্থা যার বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা এবং লোকসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব পরিচালনা করার দায়িত্ব রয়েছে। আদমশুমারির পরিসংখ্যান অনুযায়ী সংগৃহীত বর্তমান জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করে দেশের প্রতিটি রাজ্যের হাউস অফ দ্য পিপল এবং লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি দ্বারা এটি করা হয়।

- কমিশন জনসংখ্যার সমান অংশে সমান প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে।
- ভৌগোলিক অঞ্চলগুলি মোটামুটিভাবে বিভক্ত করা হয় যাতে একটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অন্যের চেয়ে বেশি প্রান্ত না পায়।

নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ

নির্বাচনী এলাকার সংখ্যা এবং সীমানা এমনভাবে নির্ধারণ করা হয় যে জনসংখ্যার সমান অংশের জন্য সমান প্রতিনিধিত্ব সম্ভব হয়।

- কোনও রাজনৈতিক দলকে কোনও ধরণের প্রাধান্য দেওয়া হয় না বা অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়া হয় না।
- যেসব এলাকায় SC এবং ST দের জনসংখ্যা প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, সেখানে কমিশন চিহ্নিত একটি আসন সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ভোটারদের গুরুত্ব দেওয়ার জন্য এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে অযথা গুরুত্ব না দিয়ে ভৌগোলিক এলাকার ন্যায্য বিভাজনের জন্য তাদের মূল্য দেওয়ার জন্য কমিশনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।